মাঠে নামতে যেন তর সইছে না সিঙ্গুরের

তরুণকান্তি দাস • সিঙ্গুর

স্টাফ রিপোর্টার, সিঙ্গুর: প্লট প্রায় ২৪০০। কিন্তু মালিকের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই চেকের পাহাড় জমছে। সবই ব্ল্যাঙ্ক চেক। কিছু সংখ্যক চেকে টাকার অংক লেখা। কিন্তু প্রাপকের জায়গাটা শূণ্য। যা পূর্ণ করতে তৎপরতা তুঙ্গে ভূমি দফতরের। সবার ছুটি বাতিল। শনি ও রবিবারও কাজ হবে। যে কোনও শর্তে সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে কাজ গুছিয়ে ও গুটিয়ে ফেলতে চায় প্রশাসন। শুধু তাই নয়, প্রকল্প এলাকার জমির চরিত্র নির্ণয় করে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে চায়। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ শেষ করতে হবে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগেই কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রায় ৬৫০ একর জমি প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। সেই জমি সম্ভব হলে তুলে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে ওইদিন। এছাড়াও কিছু জমির মালিককে সভা থেকে তাঁদের প্রাপ্য চেক দেওয়া হতে পারে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার সিঙ্গুরে প্রকল্প এলাকার কাজ খতিয়ে দেখে এই পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরামর্শদাতা মণীশ গুপ্ত। পার্থবাবু বলেন, "শুক্রবার পর্যন্ত তিনশো একর জমির মাপজোক হয়ে গিয়েছে। কাল, শনিবারের মধ্যে আরও একশো একর প্রস্তুত হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার আগেই প্রায় ৬৫০ একর জমির কাগজপত্র তৈরি হবে। তা চাষিদের হাতে তুলেও দেওয়া যেতে পারে। তবে মুখ্যমন্ত্রী পুরো বিষয়টি ঠিক করবেন।" যে সব জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে তা নিয়ে বিশেষ কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু কারখানার শেড ও অন্যান্য নির্মাণ রয়েছে এমন এলাকা নিয়ে যথেষ্ট জটিলতা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে পার্থবাবুর উত্তর, "প্রায় ৭০ একরে টাটাদের শেড রয়েছে। জমির মালিক রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম। তারাই এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলবে। তার পর কারা ভাঙবে, কারা সরাবে তা ঠিক হবে। পুরোটাই প্রশাসনিক বিষয়। শেড ও অন্যান্য নির্মাণ তো আমাদের নয়। কিছু করতে গেলে দোষ চাপবে। তাই যাদের জিনিস তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে আদালতের রায় মোতাবেক কাজ হবে। এবং কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়াটাই আমাদের প্রথম কাজ।" যদি সিঙ্গুরের মানুষ এখন শিল্প চান? তৃণমূলের মহাসচিব তথা মন্ত্রী পার্থবাবুর সাফ কথা, "আমরা তো শিল্পবিরোধী নই। কিন্তু চাই শিল্পের জায়গায় শিল্প হোক।"

সিঙ্গুরে এখন প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে। সবচেয়ে বেশি তৎপর ভূমি দফতরের আধিকারিকরা। সিঙ্গুর বিডিও অফিস লাগোয়া নিজস্ব দফতরে দিনরাত এক করে কাজ চলছে। আজ শনিবার ও রবিবারও কাজ হবে। অনিচ্ছুক কৃষকদের জমির কাগজপত্র খতিয়ে দেখে মালিকানা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শেষ করা ও চেক প্রস্তুত করার কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। জানা গিয়েছে প্রায় চারহাজার চেক বিলি করা হবে। প্লট রয়েছে প্রায় ২৪০০। কিন্তু মালিকানা খতিয়ে দেখে বোঝা যাচ্ছে চেকের সংখ্যা বাড়বে। জেলাশাসকের দফতরে যে টাকা ২০০৬ সালে জমি অধিগ্রহণপর্বে এসে পড়ে ছিল তা দেওয়া হবে। ওই সময় যে মূল্য ধার্য হয়েছিল সেই হিসাবেই টাকা দেওয়া হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

শুক্রবার পার্থবাবুরা প্রস্তাবিত কারখানার মূলগেটের অদূরে মুখ্যমন্ত্রীর ১৪ তারিখের সভার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। তিনি জানান, "প্রায় ৩০০ লোক বসবেন মঞ্চে। তাই বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে।" কারা থাকবেন মঞ্চে? স্থানীয় সূত্রে খবর, আন্দোলনে মারা গিয়েছেন এমন পরিবারের সদস্য ও বিশেষ ব্যক্তিরা সেখানে ঠাঁই পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভা থেকে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহবুব রহমান জানান, "গতিধারা, কৃষিজ যন্ত্রপাতি ও সাইকেল তুলে দেওয়া জয়মোল্লা সেতুর উদ্বোধন-সহ অনেক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।" সিঙ্গুরে এদিন হার্ভেস্টর মেশিনগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। বৃষ্টি ও জমা জলের জন্য সেগুলি ঘাসকাটার কাজ করতে পারছিল না। তবে অন্যান্য কাজ চলেছে। সভাধিপতি বলেন, "আইন মেনে জমি ফেরানোর কাজ দ্রুত করতে আমার সমস্ত সাহায্য করছি।" যে তিনটি পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের জমি রয়েছে প্রকল্প এলাকায় সেই বেড়াবেড়ি, কেজেডি, গোপালনগরের প্রধানদের বলা হয়েছে জমি সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত মেটাতে সাহায্য করতে। পঞ্চায়েতের তরফে লোকজন বিডিও অফিসে হাজির থেকে ভূমি দফতরের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। মাটির চরিত্র বুঝতে তাই জমির মাপজোকের পাশাপাশি নমুনা পরীক্ষাও চলছে। শুক্রবারও টাটাদের প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ২০টি জায়গা থেকে নমুনা নিয়ে চরিত্র খতিয়ে তিনদিনের মধ্যে তা কতটা চাষযোগ্য, তার রিপোর্ট পেশ করা হবে। এর আগেও নমুনা নেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ। কারণ, সেইমতো এলাকা ম্যাপিং করে শুরু হবে জমির চরিত্র পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ। ইট-কাঠ-পাথরের জঙ্গল সরিয়ে আবার জমি সবুজে ভরিয়ে দেওয়ার কাজ। যে কোনও শর্তে আগামী মরশুমে মাঠে নামতে চান সবাই। তর সইছে না সিঙ্গুরের।

সিঙ্গুরে দুই মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিম। রয়েছেন প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী মণীশ গুপ্ত-সহ বিধায়ক ও সরকারি আধিকারিকরা। শুক্রবার। — প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কড়েয়ার গুলি-কাণ্ডে ধৃত তিন

স্টাফ রিপোর্টার : কড়েয়ার গুলি চালানোর ঘটনায় বারো ঘণ্টার মধ্যেই তিন মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কড়েয়া থানার পুলিশ। ধৃত প্রদীপ ভগৎ, মহম্মদ আসফাক ও মহম্মদ আকবর ওরফে বুচা এলাকায় কুখ্যাত দুষ্কৃতী বলে পরিচিত। এদের সকলের বিরুদ্ধে অতীত অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে, টাকার লেনদেন নিয়ে পুরনো গোলমালের জেরেই ব্যাগ কারখানার দুই শ্রমিক শেখ আরসাদ ওরফে সঞ্জয় ও আমিন আলি গাজি ওরফে ছোট্টুকে গুলি চালায়। গুলি দু'জনের পায়ে লাগে। পুলিশের ধারণা, প্রোমোটিং ও সিন্ডিকেট চক্র সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই গুলি চলেছে। জানা গিয়েছে, প্রদীপদের গ্যাংয়ের দুই মাথা জনি ও রকির সঙ্গেই গোলমাল হয় সঞ্জয় ও ছোট্টুর। দুই আহত যুবক ব্যাগ তৈরির কারখানার কর্মী। তাঁদের দিয়ে জনি ও রকির গ্যাং বিভিন্ন দুষ্কর্ম করানোর চেষ্টা করে। এতে তাঁরা রাজি না হওয়ায় শুরু হয় গোলমাল। যদিও ধৃতরা জানিয়েছে, আহতরা টাকা ফেরত না দেওয়ার করণেই জনি ও রকি গুলি চালানোর নির্দেশ নেয়। এই ঘটনার জেরে তাদের তিন সঙ্গী গ্রেফতার হলেও পলাতক মুস্তাকিন। তার সন্ধান চলছে।

মমতার সভার আগেই ফল

চাষযোগ্য করতে মাটি পরীক্ষায় জোর

সন্দীপ চক্রবর্তী

সিঙ্গুরের জমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে এবার মাটি-পরীক্ষা শুরু করল রাজ্য সরকার। জমির চরিত্র বুঝতেই আপাতত গত দু'দিনে ৬০টি নমুনা সংগ্রহ করেছেন কৃষি দফতরের আধিকারিকরা। পরীক্ষার রিপোর্ট নির্ভুল করতে এই প্রথম ৫০ ফুট অন্তরও নমুনা পরীক্ষার পথে তাঁরা। শ'তিনেকের বেশি নমুনা সংগ্রহ করতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সিঙ্গুরের একসময়ের প্রস্তাবিত কারখানার জমির চরিত্র বুঝতে এই প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকারের পরীক্ষাগারে চালানো হচ্ছে পরীক্ষা। চার-পাঁচদিনে হাতে আসবে রিপোর্ট। মাটি-পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে এলেই চাষযোগ্য করার লড়াইয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুরোদমে নামবে কৃষি দফতর।

কৃষি দফতর সূত্রে খবর, জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-সেচ দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা হচ্ছে। দুই দফতরেরই দায়িত্বপ্রাপ্তরা এই নমুনা তোলার কাজ করছেন। যেখানে কাঠামো নির্মাণ হয়েছে, সেখানে মূলত ঘনভাবে 'স্যাম্পল' নেওয়া হচ্ছে। মাটির চরিত্র বদল হয়েছে কতটা, সেটা বোঝাই প্রথম কাজ। দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কাঠামোবিহীন বা যেখানে রাস্তা হয়েছে, সেই এলাকা ছাড়া জমির চরিত্র খুব একটা বদল হয়নি। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে পুরনো অবস্থায় জমি ফিরিয়ে দেওয়া একটা চ্যালেঞ্জ। এই ক্ষেত্রে কৃষির বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন। কীভাবে ফেরানো হবে মাটির কৃষি-উর্বরতা?

সিঙ্গুরের জমি পরিষ্কার করছেন শ্রমিকরা। — অরিজিৎ সাহা

প্রশাসন সূত্রে খবর, কারখানা গড়তে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে কয়লার ছাই ও বালি ফেলা হয়েছিল। ফেলা হয়েছে সুরকিও। এছাড়া মাটির উপর ভারী ওজনের যন্ত্রপাতি পড়ায় জমির চরিত্র বদল হয়েছে। প্রথমেই ছাই-বালি বা সুরকির মতো কিছু উপাদান তুলে ফেলা হবে। সেই অংশে নতুনভাবে মাটি ফেলা হবে। মাটি ফেলার পর কিছু জৈব-উপাদান বা সার ফেলা হবে। উচ্চমাত্রার সার ফেলার পর দ্রুত জমি পুরনো চরিত্র ফিরে পেতে পারে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সিঙ্গুরের জমি যেহেতু এমনিতেই অতি-উর্বর, তাই পুরনো চরিত্র ফিরে পেতে খুব একটা হিমশিম খেতে হবে না। রাসায়নিক ব্যবহারে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা অনেকটাই। মাটির চরিত্র বিশেষে তা হেরফের হতে পারে। এই কারণেই মাটির বর্তমান চরিত্র নির্ণয় খুব উল্লেখযোগ্য। মাটির নমুনা সমীক্ষার ক্ষেত্রে ভিজে মাটি হলে অনেকসময়ই সম্পূর্ণ নির্ভুল ফল মেলে না। তাই মোটামুটিভাবে শুকনো মাটি নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। গত বুধবার প্রথম নমুনা নিলেও তা পুরোপুরি শুকনো ছিল না। তাই বৃহস্পতিবারও নমুনা সংগ্রহ করেন আধিকারিকরা। সংগ্রহ করা নমুনার ফল জানতে হুগলির পরীক্ষাগার ও টালিগঞ্জে মূল পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে দিন চারেকের মধ্যেই ফল জানা যাবে। তারপর বিজ্ঞান মেনে কাজ করবেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগেই মাটি-নমুনার ফল জানা যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এটিএম সংস্থাপন

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে/আদ্রা কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিল করা টেন্ডার **(টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং সি২০৬/এডিভি/এটিএম-২৫/১৬/২, তাং ঃ ০৬.০৯.২০১৬)** আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** আদ্রা ডিভিশনে নানান রেলওয়ে স্টেশনে অটোমেটিক টেলার মেশিন (এটিএম) সংস্থাপন। **স্টেশন, সংরক্ষিত মূল্য, বায়না রাশি জমা,** নিম্নোক্ত অনুযায়ী ঃ আনারা, ₹ ৯০,০০০/-, ₹ ১,৮০০/-, কুস্টাউর, ₹ ৬০,০০০/-, ₹ ১,২০০/- বোকারো স্টীল সিটি, ₹ ২,১০,০০০/-, ₹ ৪,২০০/-, মধুকুন্ডা, ₹ ৬০,০০০/-, ₹ ১,২০০/-, বরাভূম, ₹ ৯০,০০০/-, ₹ ১,৮০০/-, চান্ডিল, ₹ ৯০,০০০/-, ₹ ১,৮০০/-, পুন্দাগ, ₹ ৬০,০০০/-, ₹ ১,২০০/-, ভাগা, ₹ ৯০,০০০/-, ₹ ১,৮০০/-, ভোজুদিহ, ₹ ৮০,৪০০/-, ₹ ১,৬০৮/-, বিষ্ণুপুর, ₹ ৯০,০০০/-, ₹ ১,৮০০/-, মাদ্দা, ₹ ৬০,০০০/- ₹ ১,২০০/-, মুরাদিহ, ₹ ৬০,০০০/-, ₹ ১,২০০/-, সাঁওতালডি, ₹ ৬০,০০০/-, ₹ ১,২০০/- কোটশিলা, ₹ ৬০,০০০/- ₹ ১,২০০/-চন্দ্রকোণা রোড, ₹ ৯০,০০০/-, ₹ ১,৮০০/- গড়বেতা, ₹ ৯০,০০০/-, ₹ ১,৮০০/- শালবনী, ₹ ৯০,০০০/-₹ ১,৮০০/- ওন্দাগ্রাম, ₹ ৬০,০০০/- ₹ ১,২০০/-পিয়ারডোবা ₹ ৬০,০০০/-, ₹ ১,২০০/-ছাতনা, ₹ ৬০,০০০/- ₹ ১,২০০/- ঝন্টিপাহাড়ী, ₹ ৬০,০০০/-, ₹ ১,২০০/-, ইন্দবিল ₹ ৬০,০০০/-, ₹ ১,২০০/-, বার্ণপুর, ₹ ৯০,০০০/- ₹ ১,৮০০/-, দামোদর, ₹ ৬০,০০০/- ₹ ১,২০০/-, জয়চন্ডী পাহাড় ₹ ৯০,০০০/- ₹ ১,৮০০/- । **টেন্ডার বয়ানের মূল্য ঃ** ১,১৫০ প্রতি স্টেশনের জন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** প্রতি স্টেশনের জন্য ৫ বছর। **টেন্ডার বিক্রির সময়সীমা ঃ** ১৪.০৯.২০১৬ থেকে ০৭.১১.২০১৬-র সকল কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা। **টেন্ডার বয়ান জমা ঃ** টেন্ডার বয়ান জমা হবে সিনি. ডিসিএম অফিস, আদ্রায় স্থিত টেন্ডার নোটিশ বাক্সে ০৮.১১.২০১৬-র দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলা ঃ** ০৮.১১.২০১৬-র বিকাল ৪টায় সিনি. ডিসিএম অফিস/ আদ্রায় বা যদি ০৮.১১.২০১৬ ছুটির দিন ঘোষিত হয় তবে পরবর্তী কাজের দিনে। টেন্ডার নথি দ. পূ. রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in** বা **www.tenders. gov.in** থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। **PR-561**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

যাত্রীদের হেনস্তা ক্যাব চালকের

স্টাফ রিপোর্টার : ফের শহরে ওলা ক্যাব চালকের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ। এক আরোহীকে মারধর ও তাঁর স্ত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক ওলা ক্যাবের চালককে পুলিশ গ্রেফতার করল। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার শিয়ালদহের বি আর সিং হাসপাতালের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। একটি ওলা ট্যাক্সি করে শিয়ালদহে যাচ্ছিলেন এক আরোহী। বি আর সিং হাসপাতালের সামনে এসে গাড়ি চালাতে গররাজি হয় চালক। বিষয়টি নিয়ে গাড়ির আরোহীর সঙ্গে আরোহীর গোলমাল শুরু হয়। অভিযোগ, বিনয় সাউ নামে ওই ওলা চালক ট্যাক্সি থেকে নেমে আরোহীকে জোর করে নামিয়ে আনেন। তাঁকে মারধর করতে থাকেন। রাস্তার উপর এই ঘটনা দেখে ওই আরোহীর স্ত্রীও রাস্তায় নেমে পড়েন। তিনি চালককে বাধা দেন। অভিযোগ, হাসপাতালের সামনে তাঁরও শ্লীলতাহানি করে ওই চালক। দম্পতির চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় এন্টালি থানার পুলিশ। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে ওলা চালককে গ্রেফতার করা হয়।

সার্ভে কাজ সম্পাদন

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এইচকিউ/জিআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য আহ্বান করা ই-টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে দুপুর ৫টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসইআর-কন-জিআরসি-সিই-সি-এইচ কিউ-৬৮-১৬, কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ** নারায়ণগড় থেকে ভদ্রক ফাইনাল লোকেশন সার্ভে সম্পাদন (দৈর্ঘ্য ১৫৫ কিমি, **আনু মূল্য ঃ ₹** ১৯.৪৬ লক্ষ, **ইএমডি ঃ ₹** ৩৮,৯২০/- এবং কাজ শেষের মেয়াদ ঃ ২ মাস), **নির্ধারিত তারিখ ঃ** ১৮.১০.২০১৬ আগ্রহী ডাকদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in**-তে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বর্ণনা/মাপকাঠি দেখতে ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা দিতে পারেন। কোন অবস্থাতেই এই সামগ্রীগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য ডাকদাতারা অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **PR-562**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

সোনা পাচারকারীকে প্রতারণা, ধৃত এক গোয়েন্দাকর্মী-সহ ৮

স্টাফ রিপোর্টার, হাওড়া : চোরের উপর বাটপাড়ি। পুলিশের জালে ধৃত এক সোনা পাচারকারী-সহ মোট আটজন। ধৃতদের মধ্যে দু'জন প্রাক্তন শুল্ক কর্তা ও একজন বর্তমানে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে হাওড়া স্টেশন চত্বরে। পুলিশ জানিয়েছে, শিলিগুড়ির বাসিন্দা এক ব্যক্তি পাঁচ কেজি চোরাই সোনা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে নামে। সেই খবর আগে থেকে পেয়ে তাকে প্রতারণার করার ছক কষে আরও সাতজন। তাদের মধ্যেই ছিল ওই দুই প্রাক্তন শুল্ক কর্তা ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দায় কর্মরত এক যুবক। কিন্তু এই সোনা পাচার থেকে প্রতারণা পুরো ঘটনাই আগে থেকে সূত্র মারফত জানতে পারে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। এদিন হাওড়া স্টেশন বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছতেই পুলিশ গ্রেফতার করে আটজনকে। এই ঘটনায় হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার দেবেন্দ্রপ্রতাপ সিং জানিয়েছেন, "সোনা পাচার ও প্রতারণার ঘটনায় আটজনকে ধরা হয়েছে। এদের হেফাজতে নেবে পুলিশ। তদন্ত করে দেখা হবে সোনা পাচারকারীর সঙ্গে বাকি সাতজনের কী সম্পর্ক রয়েছে" তবে হাওড়া পুলিশের গোয়েন্দাদের অনুমান, সোনা হাতানোর জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করেছে বাকি সাতজন। এমনকী, নেপাল সীমান্ত হয়েই এই চোরাই সোনা শহরে ঢুকেছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার সকালে। এদিন হাওড়া স্টেশনে আসে ডাউন কামরূপ এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনেই আসেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা বিজয় তামাং। তার কাছেই ছিল পাঁচটি এক কেজির সোনার বিস্কুট। যার বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামতেই সাত ব্যক্তি ঘিরে ধরে বিজয় তামাংকে। তারা বিজয়কে শুল্ক দফতরের আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বলে পরিচয় দেয়। এর পরই বিজয়কে সঙ্গে হাওড়া স্টেশন চত্বর ছাড়ে সাতজন। বিজয়কে নিয়ে আসা হয় হাওড়া বাস স্ট্যান্ডে। সেখানে বিজয়কে বলা হয় সঙ্গে যা কিছু মূল্যবান জিনিস রয়েছে তা ওই সাতজনের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু এই প্রতারণার ঘটনা যখন ঘটছে তখনই হিন্দি সিনেমার মতো ক্লাইম্যাক্স বাড়িয়ে ঘটনাস্থলে আটজনকে ঘিরে ফেলে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। এর পর কথা না বাড়িয়ে পর পর আটজনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে থানায় চলে যায় পুলিশ। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে অনেক পথচলতি মানুষ হকচকিয়ে যান। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে গত কয়েকদিন ধরেই হাওড়া স্টেশন চত্বরে প্রতারণার ঘটনা ঘটছিল। কয়েকদিন আগেই হাওড়া-দিঘাগামী একটি প্রতারণার ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেফতারও করে। তার কাছ থেকে কিছু সূত্র পায় গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। বাকি খোঁজখবর করার পর পুলিশ জানতে পারে শুক্রবার সকালেই সোনা পাচার ও প্রতারণার ঘটনা ঘটতে চলেছে। এর পর জাল বিছিয়ে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই নজরদারি চলতে থাকে হাওড়া স্টেশনে আসা ও যাওয়া প্রতিটি ট্রেনের যাত্রীর উপর। আর তাতেই সাফল্য মেলে। পুলিশের একাংশ জানিয়েছে, ট্রেন থেকে সোনা নিয়ে বিজয়ের নামা ও তাকে প্রতারণার ঘটনা পুরোটাই ছিল পুলিশের নজরের মধ্যে। সুযোগ বুঝেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের। গোলাবাড়ি থানা সূত্রে খবর, সাতজনের প্রতারণা দলে রয়েছেন আশুতোষ খাসনবিশ, অরবিন্দ দাস নামে দুই প্রাক্তন শুল্ক আধিকারিক। রয়েছেন অতনুবিকাশ কাঞ্জিলাল নামে এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দার কর্মীও। সঞ্জীবকুমার মাহাতো নামে একজন গাড়ি চালকও রয়েছে। বাকিদের পেশা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে পুলিশের অনুমান, সোনা পাচারকারী বিজয় তামাংয়ের হাওড়ায় আসার বিষয়টি আগে থেকে জানতে পেরেই এই প্রতারণার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে দু'পক্ষের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সোনা পাচারকারী চক্রের যোগ থাকতে পারে। একই সঙ্গে বিজয় তামাংয়ের সঙ্গে এই চক্রের কারও পূর্বযোগ রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে যে দু'জন প্রাক্তন শুল্ক আধিকারিক ও এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাকর্মীর গ্রেফতার হয়েছেন তাঁদেরও অতীত খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্কুলে ঢুকতে বাধা

স্টাফ রিপোর্টার, বারাসত : কন্যাশ্রীর টাকা পাওয়ার জন্য জালিয়াতিতে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে স্কুলে ঢুকতে না দিয়ে বিক্ষোভ দেখাল ছাত্রছাত্রীরা। নির্দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত স্কুলে না ঢোকার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় তারা। উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর আদর্শ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক উপেন দেবনাথের বিরুদ্ধে কন্যাশ্রীর টাকা নিয়ে জালিয়াতি করার অভিযোগ ওঠে। একবার অনৈতিকভাবে টাকা পাওয়ার পরও দ্বিতীয়বার স্কুলের রেজিস্টারে কারচুপি করে নিজের মেয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করে আবেদন জানানোর অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে।

প্যান্ডেলে ওভারহেড গেট তৈরিতে ছাড় বিধাননগরে

স্টাফ রিপোর্টার, বিধাননগর : দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে রাস্তার উপর ওভারহেড গেট তৈরিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও শেষপর্যন্ত পুজো কমিটিগুলির চাপে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হল বিধাননগর পুলিশ। শুক্রবার কমিশনারেটের ডাকা কো-অর্ডিনেশন বৈঠকে এর বিরোধিতা করে পুজো কমিটিগুলি জানিয়ে দেয়, এ সিদ্ধান্ত মানা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত চাপে পিছু হটে পুলিশ কমিশনার জানিয়ে দেন, গেট করা যাবে তবে উপরের অংশ ফাঁকা রাখতে হবে। যাতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দমকলের গাড়ি ঢুকতে অসুবিধা না হয়। এদিন সল্টলেকে বিধাননগরের বিধায়ক, মহকুমা শাসক, পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, দমকল, পরিবেশ দফতর, বিদ্যুৎ দফতরএবং বিধাননগরের পুজো কমিটি ও ইদুজ্জোহা কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসে বিধাননগর কমিশনারেট। সেখানে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভাসানে ডিজে এবং শব্দবাজি ব্যবহার করা যাবে না। প্যান্ডেলের ২০০ মিটারের মধ্যে আগুন জ্বালানো চলবে না। এছাড়া বড় পুজো কমিটিগুলির কাছে প্যান্ডেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি লাগাতে অনুরোধ জানানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। এছাড়া মহরমের তাজিয়া বার করার ক্ষেত্রে আগাম অনুমতির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। এর সঙ্গে রাস্তায় নমাজ পড়ার ক্ষেত্রেও আগাম অনুমতির কথা বলা হয়েছে। মহরমের দিন ভাসানেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ভারত সঞ্চার নিগম লিঃ
(ভারত সরকারের একটি অঙ্গীকার)
ও/ও দ্যা, জিএম/এনডাব্লুও/সিএম, ক্যালকাটা টেলিফোনস, পি-১০, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা - ৭৩

ই-টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-টেন্ডার নং সিটিডি/ডিই/সিএমটিএস/বিআইইএনএনআইএএন ইএমএফ/২০১৬-২০১৭ তারিখ -২৩.০৮.২০১৬

ক্যালকাটা টেলিকম ডিস্ট্রিক্টে বিটিএস সাইট থেকে দ্বিবার্ষিক ইএমএফ ডেটো কানেকশনের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **এবং ন্যাশনাল ইএমএফ পোর্টালে ডেটো আপলোড করা হচ্ছে।** **মূল্যায়িত অর্থাঙ্ক :** টাঃ ৩০,০০,০০০/-, **বায়নার টাকা :** টা. ৬০,০০০/-, টেন্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ : হল ০৪.১০.২০১৬-এর বেলা দেড়টা। বিবরণাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট **http://www.tenderwizard.com/BSNLKOL** এবং **www.calcuttatelephones.com**

আমরা বর্তমানে ফেসবুক এবং টুইটারেও আছি **http://facebook.com / calcuttatelephones; http://twitter.com / CTDBSNL**

ভারত সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক
অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী বোর্ড
১০এ, এস.কে. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০১

ই-টেন্ডার আমন্ত্রক নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারী কাজের অর্ডার ইসু করার তারিখ থেকে ১২ মাসের জন্য ওএফবিএইচকিউ বিল্ডিং, কলকাতায় স্থাপিত ফটোকপিয়ার মেসিনের এএমসি/কপি চার্জ চুক্তি নির্বাহের জন্য দুই ডাকে (প্রথমভাগ—টেকনিকাল ডাক, দ্বিতীয় ভাগ—মূল্য ডাক) বৈদ্যুতিন আকারে ডাক আহ্বান করছেন, বৈদ্যুতিন পদ্ধতির মাধ্যমে ডাকের জন্য এই টেন্ডারে অংশগ্রহণ, আবশ্যক ব্যবস্থা, ভেণ্ডর তালিকাভুক্তি, ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্তি এবং বিস্তারিত টেন্ডার, নিয়ম ও শর্তাবলী, কাজের পরিসর আমাদের ওয়েবসাইট **https://ofbeproc.gov.in অথবা www.tender.gov.in-** এ পাওয়া যাবে। এই অফিস থেকে টেন্ডার কাগজপত্র ইসু করা হবে না। ভেন্ডরগণ কেবল **https://ofbeproc.gov.in অথবা www.tender.gov.in** ওয়েবসাইটে অনলাইনে টেন্ডারপত্র দেখতে এবং ডাউনলোড করতে এবং তাঁদের দরপত্র জমা দিতে আপলোড করতে পারেন।

টেন্ডার এনকোয়ারি নং ও তারিখ	দফার সংক্ষিপ্ত নাম	ইএমডি অর্থাঙ্ক (টাঃ)	টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়	টেকনিকাল ডাক খোলার তারিখ ও সময়
টি.ই নং ০৬/এএমসি/ফটোকপিয়ার/২০১৬-১৭/এইচকিউ/পিএস তারিখ ০৯.০৯.১৬	কাজের অর্ডার ইসু করার তারিখ থেকে ১২ মাসের জন্য ফটোকপিয়ার মেসিনগুলির এএমসি/কপি চার্জ চুক্তি	সব ধরনের ফটোকপিয়ার মেসিনের জন্য ২১,১০৮/-টাঃ। তবে, ডাকদাতারা টিই-র ভাগ-১-এ বর্ণিতমতো প্রত্যেক শ্রেণির মেসিনের জন্য আলাদাভাবে ইএমডি দাখিল করতে পারেন।	৩০.০৯.২০১৬ ১৫.০০ ঘণ্টায়	৩০.০৯.২০১৬ ১৫.৩০ ঘণ্টায়

দ্রষ্টব্য :

১। সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণ, নিয়ম ও শর্তাবলী ইত্যাদি https://ofbeproc.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং সংস্থা হিসাবে "অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী বোর্ড" সিলেক্ট করে অ্যাডভান্স সার্চ অপশানের মাধ্যমে দেখা যাবে।
২। কেবল নির্ধারিত টেন্ডার কাগজপত্রেই দরপত্র দাখিল করতে হবে।
৩। প্রতিষ্ঠানসমূহ দরপত্র দাখিলের আগে সম্পূর্ণ টেন্ডার আমন্ত্রণপত্র/টেন্ডার কাগজপত্র ভাল করে পড়বেন। একই সঙ্গে, টেন্ডারপত্রে উল্লিখিত সমস্ত প্রমাণপত্রসমেত দরপত্র/দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন অন্যথায় দরপ্রস্তাব বাতিল হতে পারে।
৪। টেন্ডারে কোন পরিবর্তন অথবা যোগাযোগের জন্য কোন তথ্য থাকলে তা আমাদের ওয়েবসাইট https.ofbeproc.gov.in -এ পাওয়া যাবে।
৫। টেন্ডারদাতাদের যে কোনও ধরনের অনুসন্ধান/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা কেবল টেলেক্স/কেবল/চিঠি/ ফোনের মাধ্যমে সরাসরি নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্বাক্ষরকারীর কাছে জানা যাবে।
৬। টিই-তে কোন রকম সংশোধন/সংযোজন হলে তা কেবল আমাদের ওয়েবসাইট https://ofbeproc.gov.in অথবা www.tender.gov.in-এ অনলাইনে প্রকাশিত হবে।
৭। প্রতিষ্ঠানকে টেন্ডার এনকোয়ারির ভাগ-২ (যোগ্যতার শর্তাবলী)-তে বর্ণিতমতো টেকনিকাল প্রমাণপত্র অনলাইনে আপলোড করতে হবে।

এসও/এইচকিউ/পিএস
অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী বোর্ড
১০এ, এস.কে.বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০১ (ভারত)
টেলিফ্যাক্স নং: (০৩৩-২২৪২০৯৭৩)

স্বাঃ/-
(কে.কে বিশ্বাস)
স্টাফ অফিসার/এইচকিউ/পিএস
ডিরেক্টর জেনারেল অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীজ-এর পক্ষে

davp10201/11/0997/1617 109/90

অধ্যক্ষকে চিঠি মান্নানের

দলত্যাগী বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তুষারকান্তি ভট্টাচার্যর বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানিয়ে শুক্রবার বিধানসভায় স্পিকারকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের তরফে এদিন স্পিকারের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, "দলত্যাগ বিরোধী আইনে বলা আছে স্পিকারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তাই আমরা তুষারকান্তিবাবুর তৃণমূলে যোগ দেওয়ার তথ্য-প্রমাণ হিসাবে সংবাদ পত্রের কাটিং ও বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের ভিডিও ফুটেজ জমা দিয়েছি।" একইসঙ্গে মান্নান আরও জানান, কংগ্রেস ছেড়ে সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া রেজিনগরের বিধায়ক রবিউল ইসালমকেও শো-কজের চিঠি পাঠানো হয়েছে। তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন কি না এক সপ্তাহের মধ্যে তা জানাতে বলেছি। উত্তর পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রবিউলেরও সদস্যপদ খারিজের আবেদন করা হবে। স্পিকার কী সিদ্ধান্ত নেন, তা দেখার পাশাপাশি দলত্যাগী দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনের পথে যাওয়ারও এদিন ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন বিরোধী দলনেতা।

বিষ্ণুপুরের কংগ্রেস বিধায়ক তুষারকান্তি ভট্টাচার্য গত ২১ জুলাই ধর্মতলার সমাবেশ মঞ্চে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। এর পর ২৮ জুলাই তৃণমূলে যোগদানের সত্যতা জানতে চেয়ে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের তরফ থেকে প্রথম চিঠি পাঠানো হয় তুষারবাবুকে। ৯ আগস্ট তিনি চিঠির উত্তরে বলেন, এসব খবর অসত্য। বিরোধী দলনেতার দাবি, এর পর ফের পরিষদীয় দল থেকে ১৮ আগস্ট তাঁকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয় যে, হাত প্রতীকে তিনি জিতেছিলেন সেটা ভুল, না কি তৃণমূলে যোগদান করেছেন সেটা ভুল। এরপর আর কোনও উত্তর দেননি দলত্যাগী বিধায়ক। কোনও উত্তর না পেয়ে শুক্রবার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তুষারবাবুর সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছে কংগ্রেস। বুধবার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করবেন বিরোধী দলনেতা। নাম না করে এক সিপিএম বিধায়কের পাশাপাশি দলত্যাগী নিজের দলের দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে এদিন কংগ্রেস পরিষদীয় দলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে তোপ দেগেছেন আবদুল মান্নান, মনোজ চক্রবর্তীরা। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে এসেছে। বিভিন্ন জেলায় শুধু বিধায়করাই নন, পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদে কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিরা সারি দিয়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে এদিন আবদুল মান্নান পাল্টা চ্যালেঞ্জ দিয়ে দাবি করেন, যেখানে কংগ্রেস বিধায়করা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন সেখানে উপনির্বাচন হলে কংগ্রেসই জিতবে।

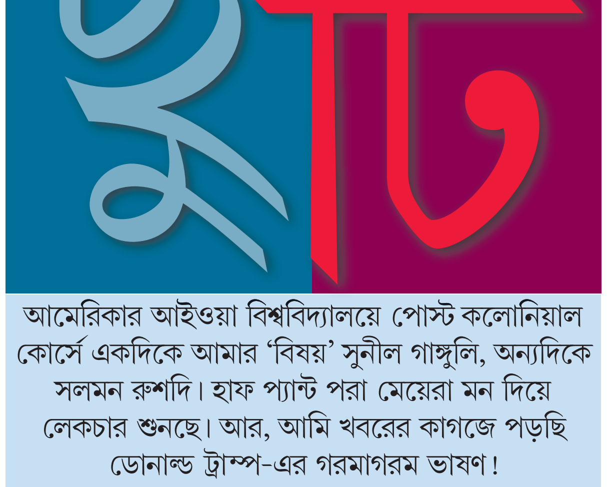

আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট কলোনিয়াল কোর্সে একদিকে আমার 'বিষয়' সুনীল গাঙ্গুলি, অন্যদিকে সলমন রুশদি। হাফ প্যান্ট পরা মেয়েরা মন দিয়ে লেকচার শুনছে। আর, আমি খবরের কাগজে পড়ছি ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর গরমাগরম ভাষণ!
সুবোধ সরকার

পুত্র রবীন্দ্রনাথ সেভাবে কখনও পাননি পিতা দেবেন্দ্রনাথকে। দু'জনের সম্পর্ক রক্ত-নিবিড় হয়েও দূরত্বে কত অসীম!
আন্ডারকভার **রচয়িতা গুপ্ত**

যথার্থ জননেতা আমজনতার মনের পূর্বাভাস আঁচ করতে পারেন। এখানেই মিল গান্ধীর সঙ্গে লেনিনের সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে মাও-এর।
কাস্ত্রো হাতুড়ি তারা **দেবেশ রায়**

লন্ডন অলিম্পিক '৪৮। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম পেনাল্টি মিস করে দ্বিতীয়বার পেনাল্টি নিতে চাননি শৈলেন মান্না।
গোল্লাছুট **কাশীনাথ ভট্টাচার্য**